অবিলম্বে প্রকাশের উদ্দেশ্যে: 7/11/2023 **গভর্নর ক্যাথি হোকল**

যদি আপনি এটি পূর্বে দেখে না থাকেন: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে গভর্নর হোকলের অপ-এড: ক্লারেন্স টমাস এবং ব্রেট কাভানাহ গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জীবন বদলে দিতে পারেন

গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে এমন আসন্ন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আজকে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস (the New York Times) গভর্নর ক্যাথি হোকলের একটি অপ-এড প্রকাশ করেছে। এই নিবন্ধের লেখা নিচে দেওয়া হলো এবং এটি অনলাইনে [এখানে](#) দেখা যাবে।

আমার মায়ের যখন 70 বছর পূর্তি হয়, তখন তার একটি অনন্য জন্মদিনের ইচ্ছা ছিলো। একটি পার্টি বা কেকের বদলে তিনি আমাদের পরিবারকে বলেন যে গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি এবং তাদের শিশুদের জন্য একটি ক্রান্তিকালীন হোম খোলার জন্য তার আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।

তিনি তার জন্মদিনের উপহারকে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তিদের জন্য সারাজীবনের লড়াইয়ে চরম পর্যায় হিসেবে দেখেছেন, এই যাত্রাটি 1970 এর দশকে শুরু হয় যখন "আঘাতপ্রাপ্ত নারীর" মতো শব্দগুলি সাধারণ ছিলো এবং এর শিকার ব্যক্তিদের যাওয়ার জন্য খুব কম স্থান ছিলো। আমার মায়ের জন্মদিনের কয়েক মাসের মধ্যে ক্যাথলিন ম্যারি হাউজ তাদের দুয়ার খুলে দেয় – তার মা, ক্যাথলিন ম্যারি, একজন গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির সম্মানে এর নামকরণ করা হয়।

আমার জন্মের পর আমার মা আমার নাম রাখেন ক্যাথলিন ম্যারি, এবং তার সারা জীবন ধরে ভুক্তভোগীদের জন্য কাজ করা আমার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। গৃহ নির্যাতনের প্রভাব একটি একক প্রজন্মে সীমিত থাকে না, তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতাও সীমিত হওয়া উচিত না। একটি আসন্ন সুপ্রিম কোর্ট কেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাহিমির ফলাফল নিয়ে আমি যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, তার একটি কারণ হলো এটি, আগামী বছর এই রায় সিদ্ধান্ত নেবে যে গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা দানকারী বন্দুক নিরাপত্তা আইন বহাল থাকবে কি না।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রাহিমি মামলাটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা খুব সম্ভবত নিউ ইয়র্ক স্টেট রাইফেল এবং পিস্তল অ্যাসোসিয়েশন বনাম ব্রুয়েনের ক্ষেত্রে কোর্টের সাম্প্রতিক সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হবে। সেই ক্ষেত্রে, বিচারপতি ক্লারেন্স টমাসের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিউ ইয়র্কের গোপনে অস্ত্র বহনের আইন বদলে দিয়েছে যা এক শতকের

বেশি ধরে বহাল ছিলো – এই দাবি করে যে 21 শতকের বন্দুক আইন পূর্বের সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, যখন প্রচলিত আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো মাস্কেট। তা করার মাধ্যমে, গভর্নর হিসেবে আমার কাছে নিউ ইয়র্কবাসীকে নিরাপদ রাখার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যে হাতিয়ার ছিলো, আদালত তা কেড়ে নিয়েছে। অবাধ রাখা হলে এই সিদ্ধান্তটি আমাদের সম্প্রদায়ে, আমাদের ব্যবসা, আমাদের বার এবং রেস্টুরেন্টে, এমনকি আমাদের ভিড়পূর্ণ সাবওয়ে কারগুলিতে অন্য সব সময়ের থেকে বেশি প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্রে ভরে দিবে। একটি ভুল কথা, বা কনুইয়ের ধাক্কা তাৎক্ষণিকভাবে বিধ্বংসী, জীবন ঝুঁকিগ্রস্ত করে এমন পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে।

এখন, রাহিমির ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিবে যে গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের বাড়িতে প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবাহ হতে পারে কি না। অন্যায়কারীদের পক্ষে ফিফথ সার্কিট সিদ্ধান্তের পর এই মামলাটি কোর্টে পৌঁছেছে। ফিফথ সার্কিট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে একজন অত্যাচারী ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে একটি আদালত একটি গৃহ নির্যাতন সুরক্ষা আদেশ জারি করেছে, তার একটি প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক হওয়াকে সরকার প্রতিরোধ করতে পারবে না। অত্যাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে করা একটি ফেডারেল আইন বদলে ফেলার মাধ্যমে, আপিল কোর্ট একটি নিষ্ঠুর আইনি তত্ত্ব স্থাপন করছে যা দাবি করে যে গৃহ নির্যাতন আদেশ থাকা ব্যক্তির বন্দুকের মালিক হওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। বিচারপতি টমাসের ব্রুয়েনের নজির ব্যবহার করে ইতিহাসকেন্দ্রিক যুক্তিতর্ক এই রায় দিতে পারে যে গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা বর্তমানে শুধু সেই সুরক্ষার অধিকার রাখে যা 18 শতকে তাদের ছিলো, অতীতের সেই সময় যখন অধিকাংশ নারী সম্পত্তির মালিক হতে পারতো না বা ঘরের বাইরে কাজ করতে পারতো না, ভোট প্রদান তো অনেক দূরের ব্যাপার ছিলো।

অবস্থা এর থেকে বেশি গুরুতর হতে পারে না। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) জাতীয় ঘনিষ্ঠ পার্টনার ও যৌন সহিংসতা জরিপ (National Intimate Partner and Sexual Violence Survey) ইঙ্গিত করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 41 শতাংশ নারী এবং 26 শতাংশ পুরুষ একজন ঘনিষ্ঠ পার্টনারের দ্বারা যৌন সহিংসতা, শারীরিক নির্যাতন বা স্টকিংয়ের শিকার হয়েছে এবং এর ফলে সারা জীবন প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে বলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় প্রতি 5 জনের 1 জন হোমিসাইডের শিকার ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ পার্টনারের হাতে নিহত হয়, এবং অর্ধেকের বেশি নারী হোমিসাইডের শিকার ব্যক্তিরা বর্তমান বা প্রাক্তন পুরুষ ঘনিষ্ঠ পার্টনারের হাতে নিহত হয়। নিউ ইয়র্কে, এখানে, আনুমানিক 80,000 গুরুতর অন্যান্য যেমন আক্রমণ, যৌন অপরাধ এবং সুরক্ষা আদেশের লঙ্ঘন রয়েছে, এবং ডেটা দেখায় যে নিউ ইয়র্কের আনুমানিক প্রতি 5টির 1টি হোমিসাইড গৃহ নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত।

সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি সুযোগ আছে: এটি বিপজ্জনক ফিফথ সার্কিট তত্ত্বের দিকে যেতে পারে যে গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য বন্দুক নিয়ন্ত্রণ করা যে না, বা এটি বিপজ্জনক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বন্দুক দূরে রাখার ফেডারেল আইন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মৌখিক যুক্তিতর্ক শোনার পূর্বে, সুপ্রিম কোর্ট কোন পক্ষে রায় দিবে তা বলার কোনও উপায় নেই। ব্রুয়েন দ্বারা যেই নজির স্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উদ্বেগজনক। কিন্তু সেখানেও

আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরেও ব্রুয়েন বিভক্ত রায় ছিলো। বিচারপতি টমাস তার মনোযোগ ঐতিহাসিক যুক্তিতর্কে রেখেছেন। কিন্তু বিচারপতি ব্রেট কাভানাহের একটি মতামতের সম্মতি অনুযায়ী, যেখানে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস যোগদান করেছেন, মৌলিক সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সুযোগ থাকে যেখানে উল্লেখ করা হয় যে "সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে 'বিভিন্ন ধরনের' বন্দুক নিয়ন্ত্রণের অনুমতি রয়েছে।"

এই মতামতের সম্মতি ব্রুয়েন সম্পর্কে নিউ ইয়র্কের সাড়াদানকে অবগত করতে সাহায্য করেছে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের এক শতাব্দী পুরনো বন্দুক আইন বদলে ফেলার পর, আমি বন্দুক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পুনঃস্থাপনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করি, যার মধ্যে আছে প্রশিক্ষণ ও বন্দুক লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যিকতাকে আরো বলীয়ান করা। 2022 সালের বসন্তে, আমরা আমাদের স্টেটের রেড ফ্ল্যাগ আইন বলীয়ান করেছি, গৃহ নির্যাতনকারী ব্যক্তি যারা নিজেদের ও অন্যদের জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করে তাদের থেকে বন্দুক দূরে রেখেছি এবং বাফেলো এবং টেক্সাসের উভাল্ডের মতো মর্মান্তিক ঘটনার সম্ভবকারী লুপহোল বন্ধ করেছি। যার ফলে আদালতগুলি গত বছর আনুমানিক 9,000 চরম ঝুঁকি সুরক্ষা আদেশ জারি করেছে, যা পূর্বের আড়াই বছরের 1,400 থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাহিমির ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এই সুরক্ষাগুলিও ঝুঁকিগ্রস্ত হতে পারে। 2020 সালের মহামারীর শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত বৃদ্ধির পর থেকে নিউ ইয়র্ক ক্রমান্বয়ে এবং অবিচলভাবে গুলির ঘটনার প্রাকমহামারী পর্যায়ে ফেরত যাচ্ছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত মৃত্যুর হারের ক্ষেত্রে সবথেকে কম পাঁচটি হারের মধ্যে রয়েছে। আমি সবসময় বলে আসছি যে গভর্নর হিসেবে আমার শীর্ষ অগ্রাধিকার হলো জননিরাপত্তা, এবং আমাদের সম্প্রদায়কে বন্দুক সহিংসতা থেকে নিরাপদ রাখতে আমি আমার কাছে থাকা সকল হাতিয়ার ব্যবহার করবো।

একটি চরম, নিয়ন্ত্রণহীন সুপ্রিম কোর্ট ব্রুয়েনের মাধ্যমে বন্দুক নিরাপত্তা আইনকে ঝুঁকিগ্রস্ত করেছে। আমেরিকাজুড়ে গৃহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা এখন ভয়ের সাথে অপেক্ষা করবে এটি দেখতে যে বিচারপতি কাভানাহ এবং তার সহকর্মীরা ভুক্তভোগীদের রক্ষাকারী আইনকে সংবিধানের অধীনে "যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা" হিসেবে গণ্য করেন কি না।

অত্যাচারের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি এই বিচার বিভাগের আক্রমণের ব্যাপারে আমার প্রয়াত মা কী বলতেন তা আমি কল্পনা করতে পারছি। কিন্তু তার সম্মানে, এবং সকল নিউ ইয়র্কবাসীর পক্ষে, আমি ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই বন্ধ করবো না।

###

আরো সংবাদ এখানে পাওয়া যাবে: www.governor.ny.gov
নিউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিকিউটিভ চেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

আনসাবস্ক্রাইব করুন